Living the Lotus 4

Buddhism in Everyday Life

2025
VOL. 235

Rissho Kosei-kai of Brazil

Living the Lotus
Vol. 235 (April 2025)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বিশ্বাসের সাথে ভক্তি নিবেদন

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

"ধর্মবিশ্বাস" কি?

শাক্যমুনি বুদ্ধের জন্ম দিবসটি, বুদ্ধের শিক্ষায় বিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন। তবে জাপানে, বর্ষপঞ্জীর এপ্রিলের ৮ তারিখে বুদ্ধের জন্মোৎসব উদযাপন উপলক্ষে নানা ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করা হয়।

"জন্মের দিন আমিও ছোট ছিলাম, বুদ্ধের জন্মোৎসব" সুমিও মোরির লেখা একটি গান রয়েছে। জাপানে বুদ্ধের জন্ম অনুষ্ঠানকে পুষ্প উৎসব হিসেবেও উদযাপন করা হয়। এই শ্লোক থেকে, সেই দিনে, মন্দিরে ফুলের আসনে বুদ্ধের জন্মদিনের মূর্তি সজ্জিত করে মিষ্টি জল ঢেলে স্নান করানোর সময়, হঠাৎ "নিজেও, বুদ্ধের মতো একই দূর্লভ জীবনের অধিকারী" হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি।

বুদ্ধের জন্ম গাথায় উল্লেখ রয়েছে "স্বর্গ মর্ত্যে আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই জ্যেষ্ঠ" এখানে "মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করার দূর্লভতা গভীরভাবে উপলব্ধি এবং জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ" থেকে সুরক্ষার অনুভূতির পাশাপাশি "বুদ্ধের হৃদয় এবং নিজের হৃদয় সর্বদা সংযোগ স্থাপন করে একসাথে শ্বাস নিই" এমন অনুভবই সত্যিকারের "বিশ্বাসী হৃদয়" বলে প্রতিষ্ঠাতা উল্লেখ করেছেন। অতএব, বুদ্ধের জন্মোৎসবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, অনেক মানুষ নিজের এবং অন্যান্য জীবনের মূল্যবানতা উপলব্ধি করতে পারার বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকার বলে মনে করি।

তদুপরি প্রতিষ্ঠাতা বলেন, 'সত্যিকারের মানবোচিত জীবনধারা শিক্ষা দেয় ধর্মবিশ্বাস"। এর অর্থ হলো, মানুষের জীবন এবং চেতনা, জীবনযাত্রার মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেয় ধর্মবিশ্বাস। এই মৌলিক বিষয়গুলির ভিত্তি, "নিজের জীবনের গুরুত্ব এবং মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করার কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে জানা" বলে মনে করি।

উপরন্তু, বুদ্ধের জন্মের সাত দিন পর, তাঁর মা শ্রীমতী মায়াদেবী পরলোক গমন করেন। এই বিষয়টি জন্ম, জড়া, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি, এই বিশ্বের সবকিছু ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ "অনিত্যতা" এবং সমস্ত ঘটনা হেতু ও প্রত্যয়ের ক্রিয়া দ্বারা

সম্পর্কযুক্ত "অনাত্মতা, শূন্যতা" এমন সত্যের আলোকে, সবকিছু যেমন আছে তেমনভাবে গ্রহণ করা এবং অন্যদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই "সত্যিকারের মানবোচিত জীবন প্রক্রিয়া"।

অন্য কথায়, এমনভাবে বাঁচার পদ্ধতি, বুদ্ধ ও দেব-দেবতাদের শিক্ষাকে আত্ম-বিকাশের মূল্যবান নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করে, বিশ্বাসের সহিত এগিয়ে যাওয়াকে "ধর্মবিশ্বাস" বলা হয়। সেই সৃজনশীল অনুশীলনগুলির মধ্যে একটি হলো আমাদের দৈনন্দিন বোধিসত্ত্ব জীবন অনুশীলন।

সময়ের পরিবর্তনে বিভ্রান্ত না হওয়া

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ানো "অবৈধ খণ্ডকালীন চাকরি" সম্পর্কে, ধর্মবিশ্বাসী একজন ব্যক্তি বাড়িতে কথোপকথনের সময় তার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তরুণরা কেন সহজে ডাকাতি এবং হত্যার মতো খারাপ কাজের সাথে জড়িত হচ্ছে?", উত্তরে মেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, "ধর্মবিশ্বাস নেই বলেই নয় কি?!"

ধর্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের জীবনের মূল্য উপলব্ধি করে, কেবল নিজের শক্তিতে বেঁচে না থাকার বিষয়টি বুঝতে পারলে, প্রত্যেকের মধ্যে সহানুভূতি ও অন্যদের সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে। এরুপ উপলব্ধি কেবল পাপ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করে না, বরং অন্যদের প্রতি সদয় হওয়ার মতো "জীবনের মূল" বিষয়টি আয়ত্ত্ব করতেও সহায়ক। এরুপ সংবেদনশীলতাই "ধার্মিক পরিবারের লক্ষণ" এমন "বীজতলায়" বেড়ে ওঠা মেয়ের কথায় এটি ফুটে উঠছে।

কিন্তু, এর অর্থ, যদি ধর্ম বিশ্বাস থাকে তবে আপনি মন্দ কাজ করবেন না বা আপনার যদি ধর্ম বিশ্বাস থাকে তবে আপনি দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা পাবেন এমন নয়। সত্যের আলোকে জীবন যাপন করার উপায় সম্বলিত ধর্মশিক্ষা বা ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার মাধ্যমে, আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এবং মানবোচিত গুণাবলীর অধিকারী মানুষ হিসেবে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারি।

আজকের ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যময় বিশ্বে, ধর্ম এবং বিশ্বাস সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি কঠোর হয়ে উঠেচে বলে বলা হয়। যাহোক, আমাদের হৃদয়ের গভীরে অবশ্যই, জীবনের ভিত্তি হিসাবে বিশ্বাস রাখার মতো ধর্মশিক্ষা জানার, শেখার এবং বেড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাই সব মানুষই ইতিমধ্যে ধর্মে "বিশ্বাসী" বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই চেতনায় সমৃদ্ধ হলে, এখন যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ছোট ছোট কূটকৌশল ব্যবহার করা নয়, বরং বৌদ্ধ মার্গের মূলে যা রয়েছে সেই মৈত্রীকরুণা ও সহানুভূতির অন্তর নিয়ে মানুষের সাথে মিলেমিশে, জরুরী সময়ে মানসিক সহায়তা প্রদান করতে পারি এমন এক একজন মানুষে পরিণত হওয়া। প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী হতে পারলে, স্বভাবতই ধার্মিক ব্যক্তি যে কেউ, স্বাভাবিকভাবেই "সত্যের আলোকে বাঁচার" জন্য অনুপ্রাণীত হবে।

কোসেই, এপ্রিল ২০২৫ইং।

কার্টুন, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সমাজকে সহায়তা ও সংস্কৃতিকে লালন করা

নিওয়ানো শান্তি তহবিল

একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ, কেবল একটি দেশ কিংবা ধর্ম, রাজনীতি বা অর্থনীতির শক্তি দ্বারা তৈরি করা সম্ভব নয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং আদর্শ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শান্তির জন্য কাজ করা ব্যক্তিদের সাথে সহযোগিতা করে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে। নিওয়ানো পিস ফাউন্ডেশন এই ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নিওয়ানো পিস ফাউন্ডেশন, ধর্মীয় নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে এবং সমাজের উপকারে আসে এমন শান্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে। রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠার ৪০তম বার্ষিকীর স্মারক প্রকল্প হিসেবে এটি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ফাউন্ডেশন প্রতি বছর নিওয়ানো শান্তি পুরস্কার প্রদান করে। এই পুরস্কারটি হলো, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে একসাথে কাজ করা মানুষ এবং গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে –একজন ব্যক্তিকে (অথবা একটি প্রতিষ্ঠানকে) দেওয়া হয়।

অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে, শান্তির জন্য কাজ করা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন, বিশ্বজুড়ে মানুষের সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে বিভিন্ন উপায়ে নানা শান্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

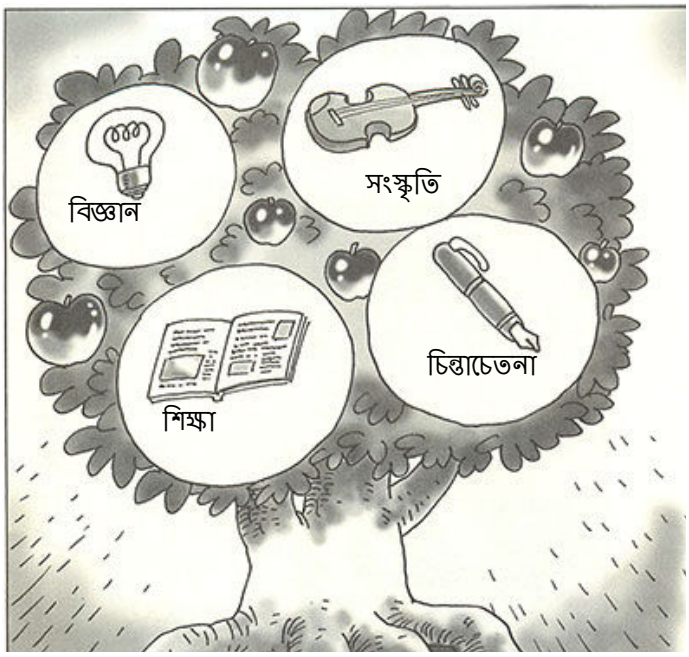

পাদটিকা

প্রতি বছর মে মাসে "নিওয়ানো শান্তি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান" করার পাশাপাশি, ফাউন্ডেশনের সভাপতি হিসেবে সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এবং পুরস্কার প্রাপকের মধ্যে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ এবং সংস্কৃতি, ধর্মীয় ভিন্নতাকে সম্মান জানিয়ে, তারা শান্তি অর্জনের জন্য একসাথে কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেন।

স্কুল শিক্ষা

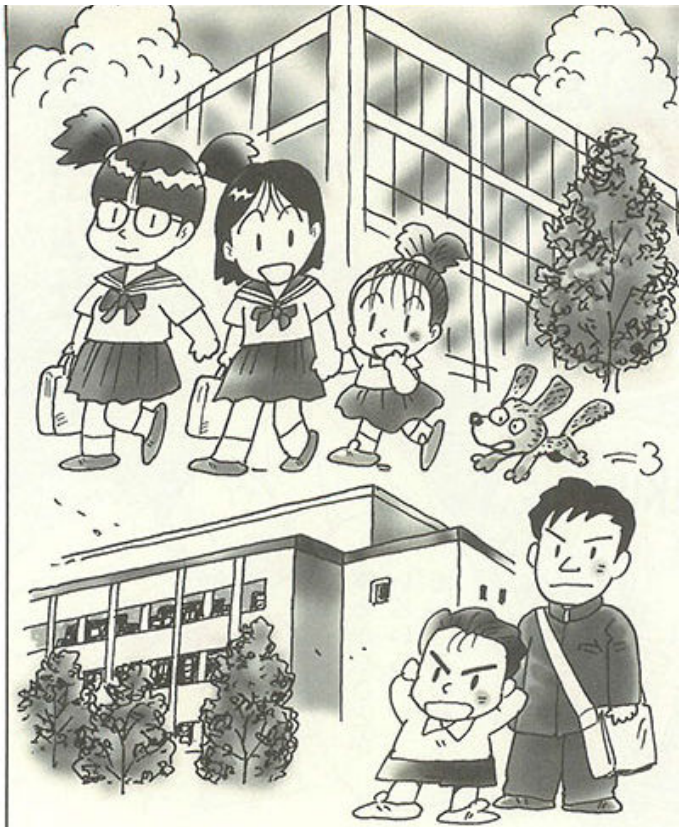

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এ সহানুভূতিশীল মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোসেই গাকুয়েন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোসেই গাকুয়েনে একটি কিন্ডারগার্টেন, একটি জুনিয়র হাই স্কুল এবং ছেলে ও মেয়েদের জন্য একটি হাই স্কুল রয়েছে।

এছাড়াও, ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অফ ইনফরমেশন গার্লস একাডেমিতে, বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষার উপর ভিত্তি করে, প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে, সমাজে অবদান রাখার মতো মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষন দেয়া হয়।

কোসেই গাগাকু অ্যাসোসিয়েশন

শো, হিচিরিকি এবং রিউতেকি নামক বাদ্যযন্ত্রগুলো সম্পর্কে জানেন? এগুলো জাপানি বাদ্যযন্ত্র যা ১,২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্যমান। এই সঙ্গীতের নাম গাগাকু।

কোসেই গাগাকু অ্যাসোসিয়েশন আজও ঐতিহ্যবাহী গাগাকু শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত, কোসেই গাগাকু অ্যাসোসিয়েশন সদর দপ্তরের অনুষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত কনসার্ট এবং মন্দিরগুলিতে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশনা করে থাকে। তাছাড়া প্যারিস, ফ্রান্স, লস অ্যাঞ্জেলেস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভ্যাঙ্‌কুভার, কানাডায় ঐতিহ্যবাহী এই জাপানি শিল্পের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছে এই সংস্থা।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

অপছন্দের মানুষকে ভালোবাসা

পছন্দ-অপছন্দ মানেই "স্বার্থপরতা"

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা রিস্‌সো কোসেই-কাই।

এই বসন্তে চাকুরিতে যোগদান, বদলি কিংবা নতুন চাকুরিতে কাজ শুরু করার তিন মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেছে এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ এবং অপছন্দ শুরু হয়েছে। পছন্দের হলে ঠিক আছে, তবে অপছন্দের কিছু হলে, এটি সমস্যা। এটি মানসিক চাপও সৃষ্টি করতে পারে এবং "আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করি না" বা "এই ব্যক্তিকে পছন্দ করি না," এভাবে বলা হলে, বিশ্ব আরও সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। অতএব, অপছন্দের মানুষ তৈরি না করা এবং যারা অপছন্দের তাদের পছন্দ করার উপায় বের করা দরকার।

পছন্দ-অপছন্দ অনুভূতিগত ব্যাপার, তাই এটি পরিবর্তন করা কঠিন। তবে এটি অসম্ভব নয়। কারণ আশ্চর্যজনকভাবে মানুষের মন পরিবর্তন করা অনেকটা সহজ। চিন্তা করুণ, আপনি কি লোহাকে সোনায় পরিণত করতে পারেন? বা কাঠকে অ্যালুমিনিয়ামে পরিণত করতে পারেন? সে তুলনায় মন আসলেই তরল পদার্থ।

তাহলে, যাকে আপনি অপছন্দ করেন, তাকে কীভাবে পছন্দ করবেন? এটি করার তিনটি প্রধান উপায় রয়েছে বলে মনে করি।

প্রথমটি হলো নিজের আত্মদর্শন করা। পছন্দ-অপছন্দের মধ্যে নিজের 'স্বার্থপরতা' এর উপাদন থাকে। এটি ফিরে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, যারা রূঢ় কথা বলে তাদেরকে অপছন্দের মানুষ হিসাবে বরখাস্ত করার প্রবণতা থাকে। তবে এই কঠোর শব্দগুলি নিজে খেয়াল করতে পারেন নি এমন অপূর্ণতা এবং ত্রুটিগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়ার মতো একজন শিক্ষক হলো আত্মদর্শন। সুতরাং, প্রথমে নিজের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। নিজেকে যখন এইভাবে পরিবর্তন করবেন, তখন অন্য ব্যক্তিটিও নিজে থেকেই বদলে যাবে। এটি হাজার হাজার সদস্যের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের জোড় দিয়ে বলতে পারি।

নিক্কিও নিওয়ানো ধর্মবাণী সংগ্রহ ১『বোধিচিত্তকে জাগ্রত করা』পৃ.৭৪-৭৫

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

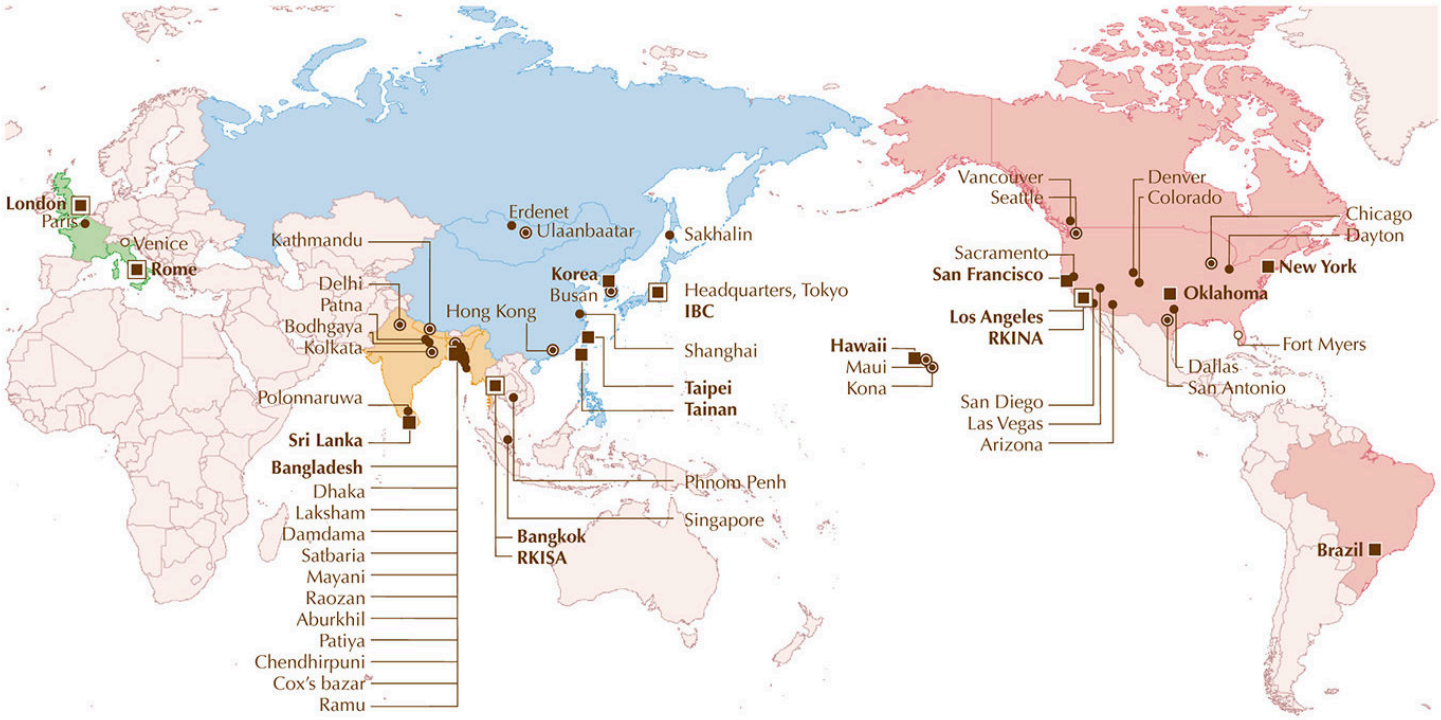

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp